দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... SEP 07 2006 ...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ... ২

প্রসঙ্গ: পাবলিক লাইব্রেরী

ক্যাম্পাস প্রতিবেদক

ঢাকা শহরে যে সকল লাইব্রেরী রয়েছে তার মধ্যে পাবলিক লাইব্রেরি নিঃসন্দেহে পাঠক সারিতে প্রথম রয়েছে। ১৯৫৮ সালে তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী ১০ হাজার ৪০টি বই নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ১৯৭৮ সালে একবার এটি স্থানান্তরিত হয় পরে ১৯৮৪ সালে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি অধিদফতর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে পাবলিক লাইব্রেরীতে ১ লাখ ৬০ হাজার ৬৩৬ কপি বই রয়েছে।

পাবলিক লাইব্রেরির পরিচালক শফিক আলম মেহেদি জানান, প্রতিদিন লাইব্রেরিতে প্রায় আড়াই হাজার পাঠক আসে। এদের মধ্যে অনেকেই ৭০ শতাংশ আসে বিভিন্ন বই পড়তে এবং ৩০ শতাংশ আসে পত্রিকা ও ম্যাগাজিন পড়তে। পাবলিক লাইব্রেরিতে ৩১টি বাংলা পত্রিকা এবং ১০টি ইংরেজি পত্রিকাসহ মোট ৪১টি পত্রিকা এবং দেশি ম্যাগাজিন ২৫টি, বিদেশী ম্যাগাজিন ৪টি মিলিয়ে ২৯টি পত্রিকা নিয়মিত রাখা হয়। আজ থেকে প্রায় ১৫ বছর আগের পত্রিকা এবং ম্যাগাজিন পাবলিক লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। কারোও দরকারে নির্দিষ্ট ফি দিয়ে ফটোকপি করে নিতে পারবে এমন ব্যবস্থা রয়েছে। তবে এক সময় লাইব্রেরি হতে বই ধার নেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও এখন আর সে ব্যবস্থা নেই। এটা আর চালু হবে কিনা সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কিছু বলতে পারে না।

পাবলিক লাইব্রেরি এক সময় ছিল জ্ঞান পিপাসুদের মিলন মেলা। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে রসত আড্ডা, চলত নানা ধরনের গল্প, কবিতা ও গানের আসর। পাবলিক লাইব্রেরি এখন শুধু টেবিলে বসে থাকা পাঠকদের জন্য আড্ডায়ও যে অনেক কিছু শেখ যায় সে কথা কর্তৃপক্ষ ভুলেই গেছেন। কবি, সাহিত্যিক, চলচ্চিত্রকার, ছাত্র-ছাত্রীদের আড্ডায় প্রাণবন্ত পরিবেশ আর কোনও দিন ফিরে আসবে কিনা সেটা সন্দেহের বিষয়। এ ব্যাপারে পাবলিক লাইব্রেরির পরিচালক শফিক আলম মেহেদি জানান, আমরা নিরাপত্তার জন্য এটা করেছি। তার চেয়েও বড় সমস্যা এখানে নেশাখোরদের আড্ডা হয়। পাবলিক লাইব্রেরিরর কেন্টিনে তেমন কোনও খাবার পাওয়া না গেলেও দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা আছে। তবে সব খাবারের দাম বেশি। পরিবেশের থাকে নোংরা। পড়ার পরিবেশ দিকে খেয়াল রেখে কর্তৃপক্ষ পাবলিক লাইব্রেরিকে শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং জেনারেটরের ব্যবস্থা করেছে। এর আগে বিদ্যুৎ চলে গেলে পড়ার ব্যবস্থা ছিল না। এখন সে সমস্যার সমাধান হয়েছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা হয়।

পাবলিক লাইব্রেরিতে পড়াশুনার জন্য যে কেউ ইচ্ছা করলেই চলে আসতে পারেন যে কোনও সময়। সপ্তাহের শুক্র ও শনিবার ২৪ ঘন্টা পড়াশোনা করার সুযোগ রয়েছে এখানে। ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে যেকোনও বয়সের লোকের পড়ার মত বই এখানে রয়েছে। বাংলাদেশে যেসব লাইব্রেরি রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি লাইব্রেরি। সাহিত্য, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, রিসার্স পেপার, অনুবাদ, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং যেকোনও পাঠ্যবই এখানে পাওয়া যায়। তবে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বইয়ের সংখ্যা এখানে কম। শুধু কি বইই নয় পেপার, ম্যাগাজিন, সাহিত্য সাময়িকী, বিভিন্ন ধরনের জর্নালসহ অনেক ধরনের মূল্যবান বই পাওয়া যায়।

-ছবি ঃ পায়েল হাওলাদার

এদেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও পাবলিক লাইব্রেরিতে প্রতিরাতে পঞ্চাশ/ষাট জন পড় য়া সারারাত লাইব্রেরিতে কাটায়। পুরুষ পড় য়াদের মধ্যে দু'একজন নারী পাওয়া যায় যারা রাত পড়াশোনা করতে এখানে আসেন। রাতের পড় য়াদের মধ্যে বেশির ভাগই ছাত্র। এছাড়া রয়েছে গৃহবাসী মানুষ, সাংবাদিক, মেসের বাসিন্দা ও গবেষক। এখানে প্রায়ই পড়াশোনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আনোয়ার। ম্যানেজম্যান্ট স্টাডিজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আনোয়ার বলেন, সামনে পরীক্ষা হলের রুমে গেস্ট বেশি, তখন আর কি করা শুধুমাত্র পড়াশোনার জন্য পাবলিক লাইব্রেরিতে আসতে হয়। আনোয়ার পরীক্ষার নোটটা নিয়েই লাইব্রেরিতে চলে আসেন। নিশ্চিন্ত মনে লেখাপড়া করেন। লাইব্রেরিতে পড়াশোনার কোন অসুবিধা নেই, তবে গভীর রাতে হলে ফিরে যাওয়ার পথে পড়তে হয় ছিনতাইকারীর হাতে। ভোরের আলো ফুটলে রাতের পড়ুয়ারা ফিরে যান নিজ গন্তব্যে। একটি নাম করা বিজ্ঞাপনী সংস্থায় কাজ করেন আইয়ুব। থাকেন কমলাপুরের মেসে। মেসে প্রায়ই পড়াশুনার পরিবেশ থাকে না। প্রায়ই বসে তাসের আসর। সে তাস খেলা পছন্দ করে না। এমনকি মেসের বাসিন্দাদের সঙ্গও তার পছন্দ না। তাই তিনি চলে আসেন পাবলিক লাইব্রেরিতে। আইয়ুব লাইব্রেরিতে বসে চিত্রকলার বই পড়েন। লেখালেখি করেন। মাঝে মাঝে লাইব্রেরিতে রাত কাটাতে তার খুবই ভালো লাগে।

গত নয় মাস ধরে লাইব্রেরির গেটে পাহারাদার আলি আকবর খান ডিউটি করেছেন, তিনি জানান, প্রতিরাতে কমপক্ষে ৫০/৬০ জন পাঠক থাকেন। রাতে যারা আসে তারা পড়াশোনা করতেই আসে। তবে এদের মধ্যে বেশির ভাগই ছাত্র। রাতের বেলায় কেউ এখানে আড্ডা দেয় না। যারা আসে তারা সবাই পড়াশুনা করতে আসে।

তিনি আরও বলেন, এখানে কখনও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। কোন মাস্তান উঁকিও দেয় না। রাত দশটার দিকে রাতের পড় য়ারা একে একে প্রবেশ করেন। অনেকে সারারাত পড়াশুনা করেন তাদের জন্য বেশ আরাম সুবিধাজনক স্থান। রাতের বেলায়ও লাইব্রেরী নিরাপদ। একবার ঢুকে পড়লে আর কোনও বিপদ নেই। তবে মাঝে মধ্যে বিদ্যুৎ চলে গেলে সাময়িক সমস্যায় পড়তে হয়। কিন্তু জেনারেটর থাকায় সে সমস্যা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না।

শুধু যে এখানে সবাই পড়তে আসে তা নয়। দু'একজন এসেই আধাঘন্টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। তারা একটু কোণার দিকে জায়গা খুঁজে নেয়। রাত বারোটায় হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন পঞ্চাশের কোঠার ইলিয়াস চৌধুরী। জানালেন সকাল বেলা পড়ছিলাম টনি মরিসনের সং অব সলেমন (১৯৯৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী লেখক)। বাকিটা পড়তে এলাম। বাড়িতে বলে এসেছি, সকালে ফিরবো। জিগাতলার বাসিন্দা, ব্যবসায়ী ইলিয়াস বলেন, প্রথাগত জীবন থেকে এ রকম হঠাৎ নিজেকে ফিরে পেতে ভালো লাগে। দারুণ ভালো লাগে।